তারিখ ... 23/8/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

ইত্তেফাক

পরলোকে কেনিয়াত্তা

নাইরোবী, ২২শে আগষ্ট (রয়টার/এএফপি)—আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের পুরোধা ও কেনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট জোমো কেনিয়াত্তা আজ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর-নগরী মোম্বাসায় স্বীয় সরকারী বাসভবনে ভোররাত সাড়ে ৩ টায় ঘুমের মধ্যে তাঁহার মহাপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। কেনীয় বেতার এই চরম শোকাবহ পরিস্থিতিতে জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাইয়াছে।

ভাইস প্রেসিডেণ্ট দানিয়েল ইরাপ মই-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রি-সভা আজ এক বৈঠকে মিলিত হয়। ৯০ দিনের মধ্যে নয়া প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্র-প্রধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

বেঁটে খাটো, শ্মশ্রু মণ্ডিত তেজস্বী এই মানুষটিকে তাঁহার কিকুইউ উপজাতির লোকেরা "আগুনে বর্শা" বলিয়া ডাকিত। কেনিয়াত্তা বৃটেনের নিকট হইতে কেনিয়ার আজাদী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন।

মাউ মাউ বিদ্রোহে মূল নেতৃত্বদানের অভিযোগে বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে তিনি সাড়ে ৫ বৎসর কারাভোগ করেন। মাউ মাউ বিদ্রোহে ১৯৫০-এর দশকে ১৩ সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছিল।

কেনিয়ার স্বাধীনতা লাভের ঠিক এক বৎসর পর ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে কেনিয়াত্তা কেনিয়ার প্রথম প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একই ক্ষমতায়

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

পরলোকে কেনিয়াত্তা

(১ম পৃঃ পর)

অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কেনিয়াকে স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্বের জন্য কৃষ্ণ আফ্রিকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি সমুন্নত ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। জনগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগে ভালবাসিত। সমগ্র আফ্রিকাবাসী তাঁহাকে প্রভাবশালী ও বয়োজ্যেষ্ঠ নায়ক হিসাবে শ্রদ্ধা করিত।

তাহার সঠিক বয়স জানা যায় না। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ সালের মধ্যে তাহার জন্ম। তিনি যে কোমরবন্ধ পরিতেন উহা হইতে তিনি কেনিয়াত্তা নাম গ্রহণ করেন। একদা রোগপাণ্ডুর অনাথ কেনিয়াত্তাকে সুস্থ-সবল করিয়া তুলিয়াছিল স্কটল্যাণ্ড মিশনের একটি গীর্জা। মিশনের ডাক্তারগণ তাঁহার শিরদাঁড়ায় অস্ত্রোপচার করিয়া কিছু বিপত্তি দূর করেন। ঐ রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত। তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মিশনে থাকিয়া ৫ বৎসরের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে শিখেন। কিন্তু পরে তিনি গীর্জার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হইয়া উঠেন এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় মদদ দিবার জন্য চার্চকে দোষারোপ করেন।

কেনিয়াত্তার এক বিখ্যাত উক্তিঃ "মিশনারীরা যখন এখানে আসে তখন আফ্রিকানরা দেশের মালিক, মিশনারীরা বাইবেলের। তাহারা আমাদিগকে চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে শিখান। যখন আমরা চক্ষু মেলিলাম—দেশ তাহাদের হাতে, আমাদের হাতে শুধু বাইবেল।"

১৯৩০ সাল হইতে কেনিয়াত্তা ১৬ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডে কাটান। পণ্ডিত ও রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে সুপরিচিত করিয়া তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর করার জন্য দেশে ফিরিয়া যান।

মাউ মাউ বিদ্রোহে ১৩ হাজার লোকের প্রাণহানির পর বৃটিশ রাজ কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য কেনিয়াত্তার লড়াইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল পরে অন্যান্য আফ্রিকান দেশে অনুকরণ করা হয়। ১৯২০-এর দশক হইতেই কেনিয়াত্তা জাতীয়তাবাদ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, মুক্তির দাবী ও ধারণা উত্থাপন করেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি কেবল জাতীয়তাবাদেরই নহে, নিখিল আফ্রিকান ঐক্যেরও অগ্রপথিক ছিলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে তাহার কঠোরতা ও সময়জ্ঞান ছিল কিংবদন্তীর মত। খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছিল জনষ্টোন জামাই ১৯১৪ সালে বিদ্যালয় শিক্ষা শেষে নাইরোবী ফিরিয়া তিনি সুপ্রীম কোর্টে কিকুইউ ভাষা ইংরেজীতে তরজমার চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে নগরীর পানি সরবরাহ দফতরে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে খুব আন্দোলনে যোগ দেন। কুঁড়েঘরের উপর আরোপিত কর ও সকল আফ্রিকানের জন্য পরিচয়পত্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালেই তিনি প্রতিবাদী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। ১৯২২ সালে গ্রেফতার করিয়া তাঁহাকে ৮ বৎসরের জন্য দূরাঞ্চলে সরাইয়া রাখা হয়। এ সময় কেনিয়াত্তার নাম সারাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। জাতীয়তাবাদী দল কে সি-এ-র নেতৃত্বদানকালে তিনি এ দলের মুখপাত্রটিও কিছুদিন সম্পাদনা করেন। তখনই তিনি আফ্রিকানদিগকে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

১৯২৯ সালে কেসিএ একটি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মুখে তাঁহাকে লণ্ডন পাঠায়। এ পর্যায়ে তিনি বার্মিংহামের কোয়েকার কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া স্কুল অব ইকনমিকস হইতে নৃতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এ সময়ে তাঁহার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ফেসিং আউট কেনিয়া' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯-এ কেসিএ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় করা হয়। তবে লণ্ডনে কেনিয়াত্তা মুক্ত থাকেন। এ সময়ে ইংরাজ-পত্নী গ্রেস এডনা ক্লার্কও নিজের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে খামারের কাজ করিতে হইত। কেনিয়া ফিরিয়া তিনি কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নে যোগ দেন ও ১৯৪৭ সালে উহার সভাপতি হন।